দৈনিক বাংলা

30 AUG 1997

সরকারী কলেজে আত্মীকরণ

সাধারণ মানুষের কাছে তেমন বোধগম্য নয়। বোধগম্য নয় ছাত্র-ছাত্রী বা অভিভাবকদের কাছে। তবুও একটি ঘটনা ঘটছে সরকারী কলেজে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে। শিক্ষকদের মধ্যে বিভাজন এখন স্পষ্ট। এ-পরিস্থিতির সূত্রপাত হয়েছে বেশ কয়েক বছর আগে। কিছু কিছু বেসরকারী কলেজকে সরকারী কলেজে পরিণত করার পর।

বিশেষ করে এরশাদের আমলে রাজনৈতিক লক্ষ্য একের পর এক বেসরকারী কলেজ সরকারীকরণ শুরু হয়। লক্ষ্য করা গেছে যে এ ধরনের কলেজ সরকারীকরণের পূর্বে সম্ভাব্য কোন সমস্যা সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করা হয়নি। ফলে প্রথম থেকেই এ কলেজগুলিতে সমস্যা দেখা দেয়।

সকলেরই জানা যে সরকারী কলেজে চাকরি পেতে হলে অনেক পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। বিশেষভাবে বাছাই করেই সরকারী কলেজে শিক্ষক নিযুক্ত হয়। বেসরকারী কলেজে তেমন কোন বালাই নেই। তাই বেসরকারী কলেজ সরকারী কলেজে রূপান্তরিত হওয়ার পর পরই প্রশ্ন দেখা দেয় শিক্ষকদের যোগ্যতা বিচারের মাপকাঠি সম্পর্কে। এ ব্যাপারে সরকারী কলেজের শিক্ষকরা কঠিন অবস্থান গ্রহণ করেন। তাদের দাবী হচ্ছে মুড়ি-মুড়কির দাম এক হতে পারে না। তাদের সাথে বেসরকারী কলেজের শিক্ষকদের যোগ্যতা একই মাপকাঠিতে বিচার হতে পারে না।

এ বিতর্ক দীর্ঘদিন ধরে চলছে। পরবর্তীকালে এ বিতর্কে মোটামুটি-ভাবে সরকারী কলেজের শিক্ষকরাই জিতে যায়। এমন কি এ সমস্যা আদালত পর্যন্ত গড়ায়। এবং সাধারণভাবে ধারণা হয়েছিল যে এ সমস্যার বোধ হয় সমাধান হয়ে গেছে।

কিন্তু সাম্প্রতিক একটি খবরে মনে হচ্ছে অবস্থা তেমন নয়। এ ব্যাপারে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের সদস্যরা। তারা আপত্তি জানিয়েছেন বেসরকারী কলেজ শিক্ষকদের আত্মীকরণ সম্পর্কে এবং বলেছেন এ ব্যাপারে তারা মহা সমারেশ করে আন্দোলনে নামবার চেষ্টা করবেন।

বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের সদস্যরা কোন ধরনের আন্দোলন করবেন এ মূহুর্তে তা জানা না গেলেও অভিভাবক এবং ছাত্রদের আশংকা হচ্ছে হয়ত আবার সরকারী কলেজগুলিতে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে এবং শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত হবে। এ সমস্যাটি দীর্ঘ দিনের। কর্তৃপক্ষ এ সমস্যা সমাধানের বার বার চেষ্টা করেছেন। আর সাধারণ ছাত্র-অভিভাবক দূর থেকে দাঁড়িয়ে দুই শ্রেণীর শিক্ষকের লড়াই দেখেছে। তাদের পক্ষে শিক্ষকদের যোগ্যতা বিচার করা সম্ভব নয়। তাদের কাছে নিষ্ঠুর সত্য হচ্ছে শিক্ষকরা তাদের মর্যাদার লড়াই করছেন। লড়াই করছেন দেনা-পাওনার জন্য। কিন্তু কেউ আদৌ শিক্ষার মানোন্নয়নের চেষ্টা করছেন বলে মনে হয় না। চেষ্টা করলে অনেক সরকারী কলেজেই পরীক্ষায় পাসের হার শূন্যের কোঠায় গিয়ে দাঁড়াত না। বিরদমান শিক্ষক শ্রেণী এদিকে নজর দিলে দেশবাসী অনেকটা উপকৃত হোত নয় কি? যে কোন কারণেই হোক সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা হচ্ছে শিক্ষা বাঁচাও—এ প্রশ্নে তাদের ভূমিকা তেমন স্পষ্ট নয়।